

# ধর্ম সবকিছুকে বিষাক্ত করে তুলছে

ক্রিস্টোফার হিচেনস  
অনুবাদ: অগ্নি অধিরূঢ়

১

ধর্মের বিরুদ্ধে চারটি পুরনো অভিযোগ আছে। প্রথমত: মানুষ ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে ধর্ম সম্পূর্ণ ভুল তথ্য দেয়। দ্বিতীয়ত: এটা ভুল ভাবে মনে করে যে আত্মার শান্তির জন্য শক্তি যোগায় কেবলমাত্র ধর্ম। তৃতীয়ত: ধর্ম যৌনতাকে অস্বাভাবিক ও বিপদজনকরূপে উপস্থাপন করে আর নারীদের হেয় হিসেবে প্রতিপন্ন করে। চতুর্থত: ধর্ম মনে করে নৈতিকতার ধারক আর বাহক কেবল ধর্ম।

আমার বালকোচিত কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হওয়ার আগেই আমি এই অভিযোগ চারটি আবিষ্কার করেছিলাম। শুধুমাত্র এই কারণে আমাকে ধর্মের প্রতি আক্রমণাত্মক বলা যেতে পারে-এমনটা আমি কোনমতেই মনে করি না। অবশ্য এর পাশাপাশি আমি আরও একটি সুস্পষ্ট অশ্লীল ঘটনা চিহ্নিত করতে পেরেছি। এটা হল 'কর্তৃপক্ষের (স্বৈশ্বের) দালালদের দ্বারা ধর্ম ব্যবহৃত হচ্ছে।' আমি নিশ্চিত যে, আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার মত একইভাবে ধর্ম সম্পর্কে একই উপসংহার টেনেছে। আমি ডজনেরও বেশি দেশে শত শত জায়গায় এ ধরণের মানুষদের সাথে মিশেছি। এদের মধ্যে কেউ কেউ কখনও কোন কিছু বিশ্বাস করত না। আবার কেউ বা জটিল সব সমস্যায় পরে বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়েছে। তাদের কারও কারও জীবনে এমন মুহূর্ত আছে যেগুলো অশান্তির কালো পর্দায় ঢাকা ছিল। সেই সময়গুলোতে তারা মানসিকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত ছিল। আবার কারও কাছে তা কেয়ামতের আগাম বার্তা বহন করে এসেছিল। অবশ্য সমস্যা মিটে যাবার পর তাদের মানসিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তারা এর ফলে নিজেদের নৈতিক পক্ষপাতকেও ভালভাবে চিনতে পেরেছে।

আমার নিজের এবং সহচিন্তকদের কাছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের নীতি আদতে কোন বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কোন কিছুতে আস্থা রাখা আমাদের মূল নীতি নয়। আমরা শুধু যে বিজ্ঞান ও কার্যকারণের উপর নির্ভর করি বা আস্থা রাখি তা নয়। কারণ এগুলো পর্যাণ্ট উপাদানের চাইতেও বেশি প্রয়োজনীয় বলে পরিগণিত। কিন্তু যা কিছু বিজ্ঞানের বিরোধীতা করে বা যথাযথ কারণকে এড়িয়ে চলে তাকে আমরা আসলে মন থেকে অস্বীকার করি। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সবাই একমত- আমরা মুক্তাশ্রম, মুক্তমনাকে শ্রদ্ধা করি, নিজস্ব গরজে নতুন চিন্তাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু তাই বলে আমরা আমাদের আদর্শ নিয়ে কোন রকম গাঁড়ানী করি না।

বাধাগ্রস্থ বিবর্তন (punctuated evolution) এবং নব্য ডারউইনবাদ এর অপূর্ণ শূন্যস্থানগুলো বিষয়ে প্রফেসর রিচার্ড ডকিন্স এবং প্রফেসর স্টিফেন জে গুল্ড এর মতবিরোধ হওয়াটা আমাদের কাছে এক সুগভীর ব্যঞ্জনা বয়ে

। উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও যথাযথ কারণ পর্যালোচনাসাপেক্ষে আমরা আমাদের জ্ঞানকে তুরান্বিত করতে পারি, ঝগড়া-ঝাটি করে নয়। (রিচার্ড ডকিঙ্গ এবং ড্যানিয়েল ডেনেট এর প্রতি আমার একটা নিজস্ব বিরক্তিআছে। তারা নাস্তিক বা অবিশ্বাসী শব্দটির পরিবর্তে বুদ্ধিদীপ্ত (Bright) শব্দটি ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন)। আমার মতে এর ফলে তারা নিজেদেরকে কিছুটা হলেও ছোট করেছেন। আমরা কেউ বিস্ময় এর প্রতি প্রলুদ্ধতা, রহস্যময়তা এবং শক্তিমানের প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা থেকে মুক্ত নই। আমাদের সঙ্গীত, শিল্পকলা, সাহিত্য আছে। আমরা এখন জানি যে, বিশেষ রকমের নীতিনৈতিকতার জন্য পৌরাণিক বইয়ের নীতিকাহিনীর চাইতে সেক্সপীয়র, টলস্টয়, শিলার, দস্তয়েভস্কি এবং জর্জ এলিয়ট এর দ্বারস্থ হওয়াটা চের বেশি আকর্ষণীয় এবং ভাল।

সাহিত্য ধর্মগ্রন্থ নয়। বরং তা মনকে পুষ্টি জোগায়। এর আর কোন উপমা খুঁজে পাচ্ছি না, তাই ‘আত্মা’ই উল্লেখ করি - এ আত্মাকেও শান্তি দেয়। আমরা বেহেশত বা দোজখে বিশ্বাস করি না। কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে, আমরা ওই গাল-গল্পে বিশ্বাস করিনা বলে আমরা বেশী অপরাধপ্রবণ (আসলে যদি কখনও সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তাহলে আমি নিশ্চিত এর উল্টোটাই প্রমাণিত হবে)। আমাদের জীবন এই একটাই - অবশ্য ভবিষ্যতে আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মাধ্যমে বাঁচার ব্যাপারটি তো আছেই। আমরা সম্পূর্ণভাবে সুখী যে আমরা অবশ্যই আমাদের নিজেদের ইচ্ছে এবং অভিলাস অনুযায়ী পরিবেশ, পথ তৈরি করে তিনে সক্ষম। আমরাই আমাদের ভাগ্য-বিধাতা।

আমরা এটা অনুমান করতে পারি যে শেষ পর্যন্ত যা সম্ভব হবে তা হল মানুষ তাদের সংক্ষিপ্ত ও সংগ্রামী জীবনের মর্ম যখন বুঝতে পারবে তখন তারা পরস্পরের সাথে আরও ভাল ব্যবহার করবে। আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, ধর্ম ছাড়াও নৈতিকভাবে শুদ্ধ জীবন যাপন সম্ভব।

## ২

ধর্ম অসংখ্য মানুষের কোন ভাল করে না, বরং বেশ্যার দালালের মতো নোংরা মনের ও গণহত্যাকারীর মতো অপরের প্রতি হিংস্র হতে শেখায়। কিন্তু আমাদের মত অধার্মিকদের জন্য কোন উপরওয়ালার প্রয়োজন নেই, নেই নিজের মনে জোর বাড়ানোর জন্য কোন কৃত্রিম ‘ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের’। ফরাসী গণিতজ্ঞ ব্লেইজ প্যাঙ্কেল মনে হয় আমাদের মত লোকদের কথা স্মরণ করেই বলতেন - “আমাকে বানানোই হয়েছে অবিশ্বাস করার জন্য।” আমাদের প্রতিদিন অথবা প্রত্যেক সপ্তাহে অথবা কোন বিশেষ দিনে কোথাও জমায়েত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা নাস্তিকরা কোন মোল্লাগিরি সমর্থন করি না কিংবা নিজের মতবাদ পালনের জন্য পুলিশিগিরিও করি না। কোন প্রতিমা, চিত্র বা বস্তুকে (এমনকি তা যদি কোন বই হয় তাকেও) শ্রদ্ধাইয় গলে গলে পড়বার মত উপযুক্ত বলে মনে করি না। বরং তথাকথিত এই ভদ্রতাকে আমরা পরিত্যজ্য বলে বিবেচনা করি। আমরা মনে করি না যে, পৃথিবীর এক জায়গা আরেক জায়গা থেকে ‘পবিত্রতর’। আমরা মনে করি হজ্জ্ব কিংবা তীর্থযাত্রা আসলে হাস্যকর লোকদেখানো কার্যক্রম ছাড়া কিছুই নয়। কোন পবিত্র দেয়াল, গুহা, পাথর বা দালানের নামে গণহত্যাকে আমরা কোনক্রমে মেনে নিতে পারি না। আমরা বরং লাইব্রেরীতে যেতে কিংবা বা আর্টগ্যালারি

দেখতে অথবা প্রিয় বন্ধুর সাথে লাঞ্ছা গিয়ে হাস্য-রসিকতা কিংবা জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সময় কাটাতে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। এইসব বইয়ের জগত বা সাংস্কৃতিক আলোচনাপূর্ণ লাঞ্ছা বা গ্যালারি পরিদর্শনের অর্থ খুব স্পষ্ট। যদি আমাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ধর্মবিশ্বাস তৈরি হয়েও থাকে তবে তা এসেছে এই সাংস্কৃতিক জগত থেকে, কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা থেকে নয়। আমাদের প্রিয় চিত্রকর, সুরকার প্রমুখের সৃষ্টি আমাদের মনোজগতে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অগাস্টিন, একুইনাস, মাইমনিডস এবং নিউম্যান আমাদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে ঠিকি, কিন্তু এই প্রভাবশালী ধর্মবিদেররা আবার অনেক শয়তানি বচনও আউরেছেন। কখনও কখনও তা চলে গেছে বোকামীর পর্যায়েও। অসুখের কার্যকারণ, এই সৌরজগতে পৃথিবীর অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে তারা হাস্যকর এবং অবৈজ্ঞানিক নানা মন্তব্যও করেছেন। বর্তমান কাল পর্যন্ত তাদের মতবাদের টিকে না থাকা বা আগামীতেও তাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি না হবার পিছনে এগুলোই সাধারণ কারণ। কেন ভবিষ্যতে তাদের মত ধর্মগুরু বা পয়গম্বর আর পৃথিবীতে আসবে না সেটাও বোঝা কষ্টকর নয়।

ধর্ম ভাল ভাল কথা যা বলার অনেক আগেই বলে ফেলেছে। একালে নয়, তার সবচেয়ে মূল্যবান বাণী বা উদ্দীপনামূলক বক্তব্য দিয়েছে সেই শতাব্দী প্রাচীন অতীতকালে। এটা তো বটেই, এছাড়া কোন ভালো কাজে ধর্মের বাকরুদ্ধ করা হয়েছিল সেও অনেকদিন আগের কথা। এমন ঘটছিল সাহসী ভিন্নমতাবলম্বী লুথারিয়ান গির্জার যাজক দিয়েত্রিচ বনহেফের (Dietrich Bonhoeffer) এর জীবনে। নাৎসীদের অপকর্মে সাহায্য না করার কারণে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন নবী বা ধর্মনেতার জীবনে এমন ঘটেনি। আমরা এমন কাউকে পাইনি যার বক্তব্যে পুনরুজ্জীবিত নেই। তারা সবসময় গতকালের কথার প্রতিধ্বনি তুলেছেন। কারও কারও ধর্ম সম্পর্কিত স্বীকারোক্তি পাসকেলকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে নিজেদের সংকীর্ণ মনোভঙ্গিকে প্রকাশ করে ফেলেছে। যখন তাদের ওই প্রচারকার্য ভন্ডামো ও নিরানন্দে পর্যবসিত হয়, তখন তারা সি. এস. লুইস (C. S. Lewis) এর নামোল্লেখ না করে পারে না। দুই পদ্ধতির কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এটা আসলে সবসময় ঘাড়ের উপর চেপে থাকা একধরনের অনিচ্ছুক মানসিক চাপ থেকে আসে। কত উদ্যম যে এই মানসিক চাপকে লালন করেছে তা বিশ্বাস করা কঠিন। প্রত্যেক সূর্যোদয়কে নিশ্চিত করতে আজটেকরা প্রত্যেক বিশেষ দিনে একজন মানুষের বুক চিরে ফেলত। একেশ্বরবাদীরা তাদের উপাস্যকে এর চেয়েও বেশি বিরক্ত করেছে। 'স্বর্গীয় পরিকল্পনার এক অংশ ব্যক্তি' -এমন মিথ্যাচার করার জন্য কত ভণ্ডামীই না করা হয়েছে। কিন্তু কোনটাই কাজে লাগে নি।

কারও পাপ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য কি পরিমাণ অহংবোধ বিসর্জন দেয়া হয়েছে? কিছুই নয়। কতবার তারা লজ্জা পেয়েছে? কখনও নয়। আর এগুলোর সাথে তুলনা করে যদি জিজ্ঞাসা করি - বিজ্ঞানের নতুন উদ্ভাবনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কতভাবে ধর্মকে মোচড়ানো হয়েছে? অকাজের অনুমান কতগুলো তৈরি করা হয়েছে? বিজ্ঞানের নতুন চিন্তার সাথে মানুষের নিজ হাতে তৈরি ফেরেশতার পবিত্র বাণীর মিলে যাবার জন্য ধর্মীয় সূত্রসমূহকে কত নতুনভাবে সাজানো হয়েছে? কত সাধু, কত অলৌকিক ঘটনা, কত ধর্মসভাই না ওইসব মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে আবার সময়ান্তরে সেগুলোকে বাতিল করতে ব্যবহার করা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

ঈশ্বর তার নিজের আদলে মানুষকে তৈরি করেনি। সহজ করে বললে বলা যায় যে, ঈশ্বর বা ধর্মের সংখ্যা অতিরিক্ত বেড়ে যাবার এটাই সহজ ব্যাখ্যা। বিশ্বাসগুলোর নিজেদের প্রতি ও নিজেদের মধ্যে যে পরস্পরবিরোধীতা তা সহোদর হত্যার মত একই দোষে দুষ্ট। আর এর ফলে সভ্যতার অগ্রগতিকে শুধু প্রতিহত করাই হয়েছে।

## ৩

ধর্মগুলোর সবচেয়ে পরিশীলিত সমালোচনাকেও ধর্মবাদীরা সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক বলে মনে হবে। ধর্মগুলো মানুষের তৈরী। হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে নরম নিন্দা। এমনকি যে মানুষের হাতে এটা তৈরি হয়েছে, সেই মানুষও কোন নবী, দ্রাণকর্তা অথবা গুরুর অনেক কথার সাথে একমত হবে না। তারপরও অন্তত: পরবর্তীকালের উদ্ভাবন এবং অগ্রগতির অর্থ তারা বলার আশাটুকু করতে পারে। এটা জানা কথা যে, তারা অর্থাৎ সাধারণ মানুষ কথা বলা শুরু করলেই ধর্ম বা ধর্মের দালালরা তাদের বাধা দেবে। তারপরও তারা দাবী করে যে তারা সব জানে। শুধুমাত্র বর্তমানকে জানা নয়, তারা ভূত-ভবিষ্যৎ, অতীত সবকিছু জানে। ঈশ্বর আছে - শুধু এটুকু জানাতেই তারা থামে না। তারা বলে যে, ঈশ্বর আমাদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন: ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে, এই বিশ্বকে পরিচালনা করছে; এছাড়াও ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করেন। আমরা কি খাব, কি পড়ব, এমনকি আমরা যৌনতাকে কোন দৃষ্টিতে দেখব ইত্যাদি সব কিছুই আসবে ঈশ্বরের কাছ থেকে। অন্যভাবে বললে বলা যায়, এ ধরণের বিস্তৃত এবং জটিল আলোচনায় আমরা খুব খুব স্বল্প বিষয়ে অনেক অনেক বেশি জানি। তারপরও মানুষকে আলোকিত করার প্রত্যাশা আমরা করি। যাবতীয় দলাদলির মধ্যে একটি বিষয়ে আমরা সবাই একই দলভুক্ত।

আমাদের চাহিদা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য ধর্মগুলোর মধ্যে রয়েছে এ বিষয়ে কারও কোন মতভেদ নেই। এ ধরণের বোকামো কিছুটা অহংকারের সাথে মিশ্রিত থাকে। এই ধরণের অহংকারকে ব্যবহার করে বিতর্ক থেকে বিশ্বাসকে বাদ দিতে হবে। যে ব্যক্তি নিজের ভাবনা সম্পর্কে স্থির প্রতিজ্ঞ এবং নিজের বিশ্বাসের স্বপক্ষে স্বর্গীয় অজুহাতকে ব্যবহার করেন, তিনি আসলে মানব প্রজাতির শৈশবাবস্থায় রয়ে গেছেন। আমরা দীর্ঘকাল আগেই সেই অবস্থাকে বিদায় জানিয়েছি। আর অন্য সব বিদায়লগ্নের মত এটাকেও দীর্ঘায়িত করতে চাই না।

ধর্মের সাথে বিতর্ক থেকে সবধরণের বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এটা সমাপ্তি নয় বরং এখান থেকেই শুরু করতে হবে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, মানব প্রকৃতি নিয়ে সব ধরণের আলোচনা এই ধর্মের সাথে বিতর্ক দিয়েই শুরু করতে হবে। কারণ সুন্দর ভবিষ্যত অথবা সভ্য জীবনের জন্য যে বিতর্ক, তার সমাপ্তি থেকে নতুন করে শুরু করা যায় না। ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বরূপ বেশ স্পষ্ট। সামাজিক চাহিদা আর বিবর্তনের কারণেই মানুষের মধ্যে ধর্মবোধটিকে আছে একে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মৃত্যুভয়, অনিশ্চয়তা, অজানা রহস্যের উর্ধে যতক্ষণ না ওঠা যাচ্ছে, ধর্মের এজক ধরণের 'চাহিদা' কারো কারো মধ্যে থেকেই যাবে। তাই আজগুবি গল্প-কাহিনীতে বিশ্বাস করে যারা শান্তি পেতে চায়, তাদের আমি বাধা দেই না। বলতে পারেন এটা আমার জন্য মহানুভবতা, যদিও আমি তা মনে করি না। কিন্তু ধর্ম কি আমার প্রতি একই রকম মহানুভবতা দেখাবে? আমি এটা জিজ্ঞাসা করছি, কারণ আমার সাথে আমার ধর্মভাবাপন্ন বন্ধুদের কিছু গুরুতর পার্থক্য আছে। যারা সত্যিকারের সং বন্ধু তারা অবশ্য এতে সায় দেবে। আমি তাদের গথিক রীতির ক্যাথেড্রাল (Cathedral) দেখে বিস্মিত হই। এক নিরক্ষর ব্যবসায়ীর কাছে আসা আরবী কোরান 'নাজিল' হওয়ার গল্পকে "সম্মান" করি। এমন কি হিন্দু ও জৈনদের সান্তনা বা স্বস্তি পাবার জায়গাটি সম্পর্কেও আমি আগ্রহ বোধ করি। কোন রকম বিনয়ের বিনিময় ছাড়াই আমি এমন করতে থাকব। ধর্ম কিন্তু আসলে শেষ পর্যন্ত সে ধরণের কোন মহানুভবতা দেখাতে ইচ্ছুক নয় মোটেই।

এই যে আমি যে কথাগুলো লিখছি এবং যেভাবে আপনি পড়ছেন, ধর্মভাবাপন্ন মানুষেরা এইসব কথাতে আক্রমণ করতে, ধ্বংস করতে চাইবে। তারা আমাকে এবং আপনাকে ধ্বংস করার জন্য নানারকম ফন্দি-ফিকির করবে। বিভিন্ন মানবিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমার এই প্রতীতি হয়েছে যে, আমি আমি একটা কথাই বলতে পারি; আর তা হল - "**ধর্ম সবকিছুকে বিষাক্ত করে তোলে।**"

---

*ক্রিস্টোফার হিচেল*, আমেরিকান লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং সামালোচক। *God is Not Great* সহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা। উপরের লেখাটি Slate ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল।

*অগ্নি অধিরূঢ়*, বাংলাদেশে বসবাসরত মুক্তমনার নিয়মিত লেখক। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ইমেইল - [agniadhirusurho@gmail.com](mailto:agniadhirusurho@gmail.com)